



120984 - পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে সলফে সালহীন এর আকদি

প্রশ্ন

আমরা পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে 'সলফে সালহীন' এর আকদি জানতে চাই?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

"পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে সলফে সালহীন (উত্তম পূর্বসূরি)-এর আকদি ঠিকি তমেন, যমেনটি আল্লাহর অন্যান্য নাম ও গুণাবলি (সফাত) ক্ষেত্রে তাদরে আকদি। এই আকদি আল্লাহ তাআলার কতিব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর দলিলে ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা সবাই জানি যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনকে তাঁর 'কালাম' (বাণী) হিসেবে বর্ণনা করছেন এবং এটি তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলেন: (অর্থ): "আর মুশরকদের মধ্যে যদি কউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়। অতঃপর তাকে তার নরিপদ স্থানে পৌঁছে দাও।" [সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৬]

এখানে 'আল্লাহর কালাম' বলতে নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: (অর্থ): "নিশ্চয়ই এই কুরআন বনী ইসরাঈলদের কাছে সেই সব বিষয়ে অধিকাংশ বর্ণনা করে, যগুলোতে তারা মতভেদে করে।" [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৭৬]

সুতরাং, পবিত্র কুরআন ধ্বনি ও ভাব উভয় দিক থেকেই মহান আল্লাহর কালাম। আল্লাহ তাআলা বাস্তবে এ কথা বলছেন এবং জবিরাসিল আলাইহিস সালামের কাছে এটি প্রক্ষেপণ করছেন। অতঃপর জবিরাসিল আলাইহিস সালাম এ কালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়ে নাযলি করছেন; যেন তিনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন; সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।

সলফে সালহীন বিশ্বাস করেন যে, কুরআন অবতীর্ণ (নাযলিকৃত)। আল্লাহ তাআলা এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর পর্যায়ক্রমে ২৩ বছর ধরে আল্লাহর প্রজ্ঞার দাবি মতোভাবে অবতীর্ণ করছেন।

এই অবতরণ কখনো ছিল প্রাথমিক (কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া)। আবার কখনো ছিল কারণভিত্তিক (সাবাবি)। অর্থাৎ এর কিছু অংশ কোনো বিশেষ পরিস্থিতি প্রেক্ষিতে নাযলি হয়েছে। আর কিছু অংশ কোনো কারণ ছাড়াই নাযলি হয়েছে। আবার



কিছু অংশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের অতীত অবস্থার বর্ণনা করে নাযলি হয়েছে এবং এর কিছু অংশ শরয়ি বিধান হিসেবে প্রাথমিকভাবে নাযলি হয়েছে। ইলমে ওহীর বিশেষজ্ঞগণ এভাবে উল্লেখ করেছেন।

সালাফগণ আরও বলেন: কুরআন আল্লাহর নকিট থেকে শুরু হয়েছে এবং শেষে জামানায় তাঁর কাছই ফিরে যাবে। পবিত্র কুরআন সম্পর্কে এটাই সালাফদের বক্তব্য।

আমাদের কাছে এটি স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনকে মহান সব বিশেষণে ভূষিত করেছেন। তিনি একে 'হাকিমি' (প্রজ্ঞাময়), 'কারীম' (সম্মানিত), 'আজমি' (মহান) এবং 'মাজদি' (মহিমাবতি) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাঁর কালামকে পূর্বোক্ত যসেব গুণে গুণাবতি করেছেন সগুনো ঐ ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় যে এই কতিবকে আঁকড়ে ধরে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে সে অনুযায়ী আমল করে। আল্লাহ তাআলা তাকে মর্যাদা, মহত্ত্ব, প্রজ্ঞা, শক্তি ও আধিপত্য দান করেন। যে গুণগুলো ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া হয় না যে আল্লাহর কতিবকে আঁকড়ে ধরে না।

এ কারণে আমি এই প্ল্যাটফর্ম থেকে শাসক-শাসিত, আলমে-সাধারণ নরিবশিষে সকল মুসলমিকে আল্লাহর কতিবকে প্রকাশ্যে ও গোপনে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার আহ্বান জানাই। যাতো তারা পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে সম্মান, সুখ, মর্যাদা ও বজিয় লাভ করতে পারে।"[সমাপ্ত]

ফযীলাতুশ শাইখ ইবনে উসাইমীন (রহ.)

"ফাতাওয়া কবির উলামাইল উম্মাহ", পৃষ্ঠা: ৪৫।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।